বাংলাদেশ দূতাবাস
টোকিও

এমআরপি (মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট)-এর আবেদনের পদ্ধতি

- **www. passport.gov.bd** ওয়েবসাইটে প্রবেশ করুন।
- প্রথম পাতায় প্রদত্ত নিয়মাবলি ভালভাবে পাঠ করে 'I have read the above information and the relevant guidance notes' লেখাটির পাশের বক্সটিতে click করুন।
- এরপর CONTINUE TO ONLINE ENROLMENT-এ click করুন।
- Applying in-এর জায়গায় Japan সিলেক্ট করুন।
- আবেদন পত্রটি সঠিকভাবে পূরণ করুন। তারকা চিহ্নিত নম্বরগুলো (Number with asterisk sign) অবশ্যই যথাযথভাবে পূরণ করুন। শুধুমাত্র ২৫নং-এ ফি-সংক্রান্ত তথ্যাবলী পূরণ থেকে বিরত থাকুন। এ ক্ষেত্রে Non-online সিলেক্ট করে skip payment সিলেক্ট করুন।
- লক্ষ্য রাখুন নাম, পিতা/মাতার নাম, জন্মতারিখ, জন্মস্থান, স্থায়ী ঠিকানা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাসপোর্ট এবং জন্মনিবন্ধন/ জাতীয় সনদপত্রে যেন একই রকমভাবে লিপিবদ্ধ থাকে। এইসব দলিলাদি অনুযায়ী আবেদনপত্রে যথাযথভাবে পুরো নাম (প্রথম ও পারিবারিক নামসহ), জন্মতারিখ, জন্মস্থান, স্থায়ী ঠিকানা, ১৭ ডিজিটের জন্মনিবন্ধন নম্বর (Birth Certificate Number) (যা অবশ্যই অনলাইনে যাচাইযোগ্য) অথবা জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর ইত্যাদি নির্ভুলভাবে টাইপ করুন।
- ০৪(চার) পৃষ্ঠা বিশিষ্ট অনলাইনে পূরণকৃত আবেদন পত্রটি ডাউনলোড করুন। ডাউনলোড বা প্রিন্ট করার পরে যদি কোন খালি অনুচ্ছেদ দেখতে পান তবে কালো কালিতে ইংরেজী বড় অক্ষরে হাতে লিখে পূরণ করুন। এরপরে আবেদনপত্রে দেওয়া যাবতীয় তথ্যাদি পাসপোর্ট এবং জন্মসনদ/জাতীয় পরিচয় পত্রের সাথে যত্নসহকারে পুনরায় মিলিয়ে নিন। কোন গরমিল দেখলে সংশোধন করুন। মনে রাখবেন পাসপোর্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট ।
- ০৩(তিন) নম্বর পৃষ্ঠার শেষাংশে ডানদিকে আপনার স্বাক্ষর দিন। অপ্রাপ্তবয়স্ক (১৫ বছরের নীচে) আবেদনকারী স্বাক্ষর করার উপযুক্ত হলে স্বাক্ষর করবে। নবজাতক শিশু বা স্বাক্ষর করতে অপারগ হলে আবেদনকারীর পক্ষে পিতা বা মাতা স্বাক্ষর দিবেন।
- আবেদনপত্রের সাথে সদ্য তোলা ৫৫X৪৫মিঃমিঃ বিশিষ্ট ০২(দুই) কপি সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডসহ রঙিন ছবি (Colour photo with white background) জমা দিন। এর মধ্যে একটি ছবি আবেদন পত্রের প্রথম পৃষ্ঠার বামদিকে উপরে নির্ধারিত জায়গায় আঠা দিয়ে সংযুক্ত করুন। অন্য ছবিটি ক্লিপ দিয়ে আবেদন পত্রের সাথে রাখুন।
- অপ্রাপ্ত বয়স্ক (১৫ বছরের নীচে) আবেদন কারীদের ক্ষেত্রে তার পিতা ও মাতার একটি করে রঙিন ছবি (৩০মিঃমিঃ X২৫মিঃমিঃ) আবেদনপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় ডান দিকে পাশাপাশি আঠা দিয়ে সংযুক্ত করুন।

আবেদন পত্রের সাথে নিম্নলিখিত কাগজপত্র অবশ্যই জমা দিন

- ০৪(চার) পৃষ্ঠা বিশিষ্ট আবেদনপত্রের প্রিন্ট কপি (অনলাইনে পূরণকৃত)
- দূতাবাসের অনুকূলে কনস্যুলার ফি প্রদানের মূল রশিদ
- জাতীয় পরিচয় পত্র অথবা জন্মসনদপত্রের (জন্মসনদ অবশ্যই অনলাইনে যাচাইকৃত হতে হবে) কপি। জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি প্রদানের ক্ষেত্রে এর উভয় পৃষ্ঠা এক পৃষ্ঠায় সন্নিবেশ করুন।
- ফি-এর পরিমাণ সর্বসাধারণের জন্য জনপ্রতি ইয়েন ১২,০০০ (বার হাজার)। শুধুমাত্র ছাত্র- ছাত্রীদের ক্ষেত্রে জনপ্রতি ইয়েন ৪,০০০(চার হাজার)। অধ্যয়নরত থাকার প্রমাণ হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত পরিচয় পত্র/সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে।

এমআরপি সহ অন্যান্য কনস্যুলার ফি নিম্নের একাউন্টে জমা দিতে হবেঃ

এ্যাকাউন্ট নম্বরঃ ১০০৮০-৭৩৭৯৬৭৫১
ব্যাংকের নাম ঃ জাপান পোষ্ট ব্যাংক

- বর্তমান পাসপোর্টের ফটোকপি।
  - এমআরপির ক্ষেত্রেঃ ছবি ও তথ্য সম্বলিত পৃষ্ঠা
  - হাতে লেখা পাসপোর্টের ক্ষেত্রে ঃ
    (ক) ১-৩ পর্যন্ত এক পৃষ্ঠায় সন্নিবেশ করুন।
    (খ) ৪-৫ পৃষ্ঠা ২য় পৃষ্ঠায় দিন।
- জাপান সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আবাসিক পরিচয় পত্র (Residence Card)-এর ফটোকপি।
- আবেদনকারী বিশেষ পেশাজীবি (Specialized Profession) হলে (যেমন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক, গবেষক, চার্টার্ড এ্যাকাউন্টটেন্ট, আইটি স্পেশালিষ্ট, ব্যবসায়ী, অন্যান্য চাকরীজীবি ইত্যাদি) পেশার অনুকূলে সনদপত্র। যেমনAcademic, graduation, doctoral, professional and/or TIN (Tax Identification Number) certificate, letter of Employment ইত্যাদি সংযুক্ত করুন।
- পাসপোর্ট হারিয়ে গেলে মূল পুলিশ রিপোর্ট জমা দিন। এক্ষেত্রে মূল আবেদনপত্রের তৃতীয় পৃষ্ঠার ২৩ নম্বরে জিডি সংক্রান্ত তথ্যাবলী প্রদান করুন। আবেদন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে, সম্ভব হলে, মূল সনদপত্রের সকল কপি ইংরেজীতে উপস্থাপন করুন। সম্ভব না হলে ইংরেজী অনুবাদসহ সনদপত্র সমূহ প্রদান করুন ।
- উপরোক্ত সকল সনদপত্র/দলিলাদির স্পষ্ট ও পরিষ্কার (Distinct and clear) ফটোকপি স্ক্যান করার উপযোগী করে উপস্থাপন করুন।

এমআরপি সম্পর্কিত অবশ্য করণীয় ঃ

- ✓ সকল আবেদনকারীকে দূতাবাসে স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে আবেদন পত্র জমা দিতে হবে এবং কিছু Biometric তথ্য অর্থাৎ তাৎক্ষনিক ছবি তোলা, আঙ্গুলের ছাপ (Finger print) প্রদান ও ইলেকট্রনিক প্যাড-এ স্বাক্ষর (Signature on electronic pad) প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে নবজাতকসহ অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদেরও উপস্থিতি আবশ্যক।
- ✓ দূতাবাসে যে ছবি তোলা হবে সে ছবিই পাসপোর্টে ব্যবহৃত হবে। তাই ছবি তোলার প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে আসুন।

এমআরপি নবায়ন/সংশোধন

- এমআরপি পাসপোর্ট নবায়নের ক্ষেত্রে নতুন এমআরপি করার মতই স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে ছবি, আঙ্গুলের ছাপ ও স্বাক্ষর দিতে হবে। কারণ এ ক্ষেত্রে সব তথ্য থাকলেও বায়োম্যাট্রিক তথ্যাবলী অর্থাৎ ছবি, আঙ্গুলের ছাপ ও স্বাক্ষর ডেটাবেসে সংরক্ষিত থাকে না। এছাড়াও এমআরপি নবায়ন/সংশোধনের জন্য সাধারণের ক্ষেত্রে ইয়েন ১২,০০০(বার হাজার) এবং ছাত্র/ছাত্রীদের ক্ষেত্রে ইয়েন ৪০০০ (চার হাজার) ফি প্রযোজ্য।
- এমআরপি নবায়ন/সংশোধন/এমআরপি পুনরায় জারির ক্ষেত্রে আবেদন ফরম হাতে লিখে পূরণ করে জমা প্রদান করা যাবে (আবেদন ফরম www.passport.gov.bd -এ পাওয়া যাবে)
- ০২(দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি সংযুক্ত করতে হবে।
- বিদ্যমান পাসপোর্টের ফটোকপি (কেবলমাত্র তথ্যসংবলিত পাতা সমূহ, এক্ষেত্রে ০২ পাতা) জমা দিতে হবে।
- আবেদন করার পরে পাসপোর্ট (এমআরপি) ঢাকায় প্রিন্ট হয়ে দূতাবাসে পৌঁছতে ৪-৬ সপ্তাহ (অর্থাৎ এক থেকে দেড়মাস) সময়ের প্রয়োজন হয়। পাসপোর্ট রেডী হলে আবেদনকারীকে টেলিফোনে অবহিত করা হবে।